দোয়াতুন নূর

আরবী-বাংলা

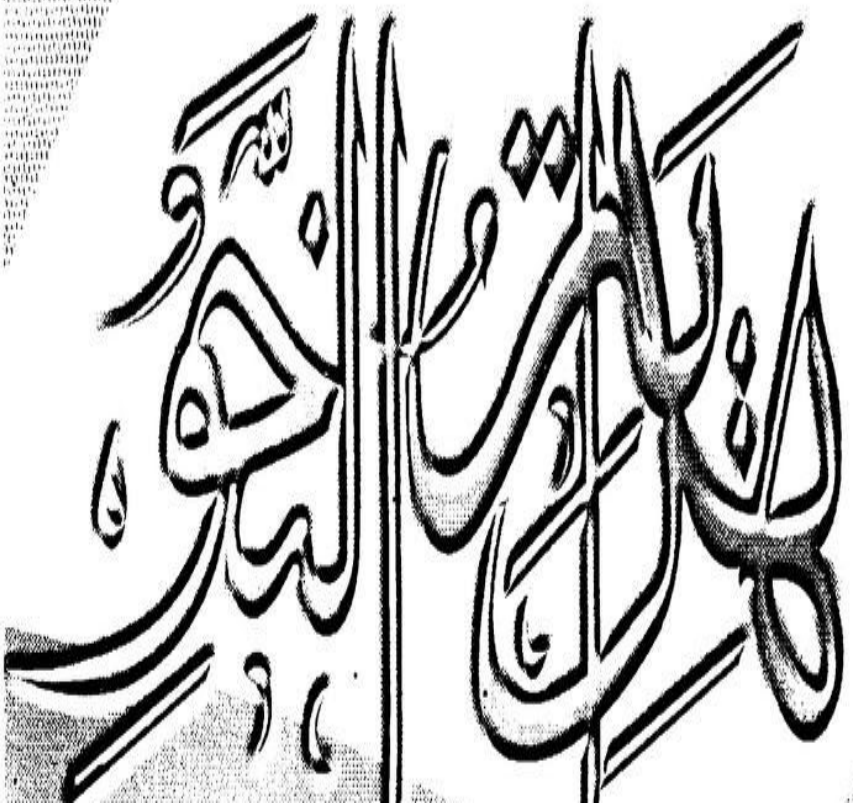

هداية النحو

فصل ثاني

مفعول ما لم يسمي فاعله বলা হয়, প্রত্যেক এমন مفعولকে, যার فاعل হযফ করা হয়েছে এবং مفعول কে فاعل এর কয়েমে মাকাম বানানো হয়েছে।যেমন:ضرب زيد। واحد,تثنيه,جمع এবং تذكير ও تانيث এর দিক দিয়ে এটির হুকুম فاعل এর হুকুম এর ন্যায়।

فصل ثالث

المبتدا والخبر এই দুটি عوامل لفظيه-اسمথেকে খালি হওয়া।১ম টি হল مسند اليه, তাকে مبتدا এবং দ্বিতীয়টি হল مسند به, তাকে خبر বলে। যেমন:زيد قايم

এগুলোর আমেল হচ্ছে عوامل معنوى। সেটী হচ্ছে ابتدا ।

*ابتدا মানে হচ্ছে,اسم-لفظيه عوامل(থেকে খালি হওয়া। অর্থাত ঐ اسم কারও সাথে نسبت হবে না। কেউ তার সাথেও نسبت হবে না।

مبتدا و خبر -র عامل নিয়ে ইখতেলাফ :

- جمهور নাহবীদদের মতে উভয়টির عامل হচ্ছে ابتدا।
- ফাররাহ এবং কাসাঈর মতে একে অপরের عامل ।
- যুজায ও মুবাররদ নাহুবীদের মতে,مبتدا-আমেল ابتدا এবং خبر- আমেল ابتدا ও مبتدا।

*مبتدا-র আসল বা উত্তম হল معرفه হওয়া। আর خبر-র আসল বা উত্তম হল نكره হওয়া। যেন مخاطب পূর্ণ ফায়দা হাসিল করতে পারে। তবে نكره -কে যখন تخصيص করা হবে তখন نكره-ও مبتدا হতে পারে। আর **تخصيص** মানে হচ্ছে اشتراك قلة অর্থাত اشتراك عام এর মাঝে تقليل সৃষ্টি করা,افراد কমিয়ে خاص করা।

*نكره-কে تخصيص করার কয়েকটি পদ্ধতি ।

1. صفت مذكوره-র দ্বারা। যেমন:আল্লাহ তায়ালা ولبد مؤمنব
2. علم متكلم এর দ্বারা। যেমন: ارجل في الدار ام امراة
3. صفة عموم এর দ্বারা। যেমন: ما احد خيرا منك
4. صفة مقدرة এবং طريق فاعل -র দ্বারা ।যেমন : شر اهر ذاناب
5. تقديم خبر এর দ্বারা । যেমন:فى الدار رجل
6. نسبت متكلم এর দ্বারা । যেমন:سلام عليك

*যদি একটি اسم মারেফা এবং আরেকটী اسم নাকেরাহ হয় তাহলে মারেফাহ কে مبتدا এবং নাকেরাহ কে خبر বানাতে হবে ।

*আর যদি উভয়টি معرفه হয় তাহলে ইখতিয়ার। যেমন: الله الهنا

*কখনও কখনও জুমলাও খবর হয়। যথা :

1. اسميه।যেমন:زيد قايم ابوه
2. فعليه।যেমন:زيد قام ابوه
3. شرطية।যেমন:زيد ان جاءني فاكرمته
4. ظرفية।যেমন : زيد خلفك

*ظرف কোন একটি জুমলার সাথে متعلق হয়। যেমন : زيد استقر في الدار এর মুল زيد في الدار

*যদি জুমলাহ خبر হয় তাহলে তার মধ্যে একটি ضمير থাকা জরুরী। যেই ضمير এর مرجع হবে মুবতাদা। তবে আলামত পাওয়া গেলে হজফ করা জায়েজ। যেমন : الكر والبر بستين درهم

*কখনও কখনও খবরটি মুবতাদার আগে আসে। যেমন : في الدار رجل

*একটি مبتدا-র একাধিক خبر হতে পারে। যেমন : زيد عالم عاقل فاضل

*নাহুবীদদের নিকট মুবতাদার আরেকটি প্রকার রয়েছে। তবে সেটি مسند اليه হবে না। সেটি হল اصيغة صفة। যা حرف نفي বা حرف استفهام এর পরে আসে। তবে শর্ত হল ওই সিফাতটি اسم ظاهر-কে رفع দিবে। যেমন: ما قايم زيد

فصل خامس

*ان এবং তার اخوات সমূহ মুবতাদা-খবরের শুরুতে এসে মুবতাদাকে نصب এবং খবরকে رفع দেয়। مفرد,جملة,معرفة,نكرة -র দিক দিয়ে ان خبر হুকুম হুবুহু মুবতাদার খবরের ন্যায়।ان-র খবরটাকে তার اسم এর পূর্বে মুকাদ্দাম করা জায়েজ নাই। তবে ظرف হলে জায়েজ আছে। যেমন: ان في الدار زيد

*যদি اسم مفرد ইসতেফহাম এর অর্থ দেয়,ان-র খবর হতে পারবে না। তবে মুবতাদার খবর হতে পারে। যেমন:ان اين زيدا/اين زيدا

فصل سادس

*افعال ناقصة১৭টি মুবতাদা এবং খবরের শুরুতে এসে মুবতাদাকে رفع এবং খবরকে نصب দেয়।

*افعال ناقصة-র اسم-র পূর্বে খবরকে মুকাদ্দাম করা জায়েজ।যেমন:كان قايما زيد

*খবরকে ডিরেক্ট فعل-র পূর্বে মুকাদ্দাম করাও জায়েজ ১১টির ক্ষেত্রে। যে সমস্ত فعل-র শুরুতে ما থাকে সেগুলোতে জায়েজ নাই এবং ليس-র ব্যাপারে ইখতিলাফ রয়েছে।

فصل سابع

*اسم ما و لا المشبهتان بليس এর لا টি নাকেরাহ এর জন্য خاص এবং ما টি নাকেরাহ-মারেফা উভয়টির জন্য عام।

المفعول المطلق

*বলা হয় এমন মাসদারকে যা তার পূর্বে উল্লে-খিত فعل-র অর্থে হয়। কয়েকটি কারণে মাফউলে মুত্বলাক্বকে আনা হয়। যথা:

1. تاكيد এর জন্য।যেমন:ضربت ضربا
2. نوع এর জন্য। যেমন:جلست جلسة القارى
3. عدد বোঝানোর জন্য।যেমন:جلست جلسة او جلستين

*فعل-র ভিন্ন শব্দের দ্বারাও মাফউলে মুত্বলাক্ব হয়ে থাকে। তবে অর্থ একই থাকে।যেমন:قعدت جلوسا

*قرينة পাওয়া গেলে মাফউলে মুত্বলাক্ব এর فعل কে হজফ করা হয়।এর সূরত দুইটি। যথা:

- **জায়েজ।** যেমন:কোন আগন্তুক ব্যক্তিকে বলা হল "خير مقدم"। যার মূল "قدمت قدوما خير مقدم "
- **ওয়াজিব।**যেমন:شكرا যার মূল شكرت شكرا

<u>المفعول به</u>

*বলা হয় ঐ জিনিসকে যার উপর فاعل এর فعل পতিত হয়। যেমন:ضرب زيد عمرا

*কখনও مفعول به-কে فاعل এর পূর্বে মুকাদ্দাম করা হয়। যেমন:ضرب عمرا زيد

*যখন قرينة পাওয়া যায় তখন,مفعول به-র فعل-কে হজফ করা হয় দুই সুরতে।যথা:

- **জায়েজ।** যেমন:কেউ বলল ؟من ضرب। এর জওয়াব زيدا
- **ওয়াজিব।** এটি চার প্রকারে বিভক্ত।যথা:

1:اسماعي। যেমন:انتهوا خيرا لكم। যার মূল انتهوا عن التانيس واقصدوا خيرا لكم

2:التق معمول بتقدير উহ্য اتق ফেল এর مفعول। অর্থাৎ محذر এর فعل।যেমন:
اياك والاسد। যার মুল اتقك والاسد
*تحذير ব্যবহারের আরেকটি নিয়ম রয়েছে। محذر منه-কে বার বার উল্লেখ করা।যেমন:الطريق الطريق

3:ما اضمر عامله على شريطة تفسير সেটি হল প্রত্যেক اسم, যার পরে একটি فعل বা شبه فعل থাকবে এবং ঐ فعل বা شبه فعل উল্লেখিত اسم আমল করবে না তার ضمير বা متعلق এর কারণে, এমতাবস্থায় যে,যদি ঐ فعل বা তার مناسبت فعل দেওয়া হয় তাহলে অবশ্যি তাকে نصب দিবে।যেমন:زيدا ضربته او غلامه

4:المندى সেটি হল ঐ اسم যাকে حرف نداى لفظى এর পরে উল্লেখ করা হয়।যেমন:يا عبد الله
*যখন ক্বরিনাহ পাওয়া যায়, তখনحرف نداى لفظى কে হজফ করা হয়। যেমন :يوسف اعرض عن هذا

<u>সৌজন্য</u>
আরিফুজ্জামান নিশাত
www.arifuzzamannishat.wordpress.com
arifuzzamannishat@gmail.com
+8809638027952